www.YaNabi.in www.YaNabi.in

নিদানকালে আশীর্বাদ

জানাযার নামাযের পর দোয়া-মোনাজাত

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

মূল: আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান ফাযিলে বেরলভী (রহ.)
অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল

www.YaNabi.in www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group:
www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিদানকালে আশীর্বাদ

জানাযার নামাযের পর দোয়া- মোনাজাত

মূলঃ- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন
ফাযিলে বেরলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
অনুবাদকঃ- মাওলানা মহাম্মদ ইসমাইল

সম্পাদনাঃ-
হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী

প্রকাশনায়ঃ-
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবীনগর,খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)
মোবাইল -9734373658
-----------পরিবেশনায় :- -----------
K. C. K.প্রকাশনী
স্টার মার্কেট, কালিয়াচক, মালদাহ
মোবাইল - 9733288906

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সিরিয়াল নং- ১১

-: প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থ সত্ত্ব সংরক্ষিত :-

পুস্তকের নাম :-

নিদানকালে আশীর্বাদ

জানাযার নামাযরে পর দোয়া- মোনাজাত

মূল:- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযিলে বেরলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদক:- মাওলানা মহাম্মদ ইসমাইল

প্রকাশ সংখ্যা :-১১০০ কপি

টাইপ সেটিং :- রেজবী কম্পিউটার প্রেস্ এণ্ড জেরক্স সেন্টার, ৯১৫৩৭২৩৭৫৫ আমতলা(কলেজ রোড), নওদা ,মুর্শিদাবাদ।

প্রথম প্রকাশ :- ১১ /২০১৪

হাদিয়া :- ৩০ টাকা মাত্র

প্রকাশনায়:-

রেজবী অ্যাকাডেমী

রেজবী নগর,খাঁপুর, দ: ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)

মোবাইল -9734373658

সহযোগিতায়:-রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট(গভ:রেজি:)

-:"রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট" এর উদ্দেশ্যাবলী":-

১/ ইয়াতিম খানা নির্মাণ ।

২/ জন সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নির্মান।

৩/ জন সাধারণের সু স্বাস্থের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ।

৪/ জন কল্যাণ মুলক সংস্থান যেমন - দু:স্থদের সেবা প্রতিষ্ঠান, গণ বিবাহের ব্যবস্থ, মুসাফির খানা নির্মান, কারিগরি শিক্ষা, বেকারদের কর্ম সংস্থান নির্মাণ, স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন ইত্যাদি তৈরী।

৫/ নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ।

৬/ মাসলাকে আলা হযরাত অর্থাৎ আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের প্রচার ও প্রসার যেমন ঈদে মিলাদুন্নবী, উর্স, ফাতেহা,জলসা, কনফারেন্স ইত্যাদির ব্যবস্থা ।

৭/ ইসলমী শিক্ষার জন্য মক্তব, মাদ্রাসা, আরবী ইউনিভার্সিটি ও মসজিদ নির্মান ।

৮/ সর্ব সাধারনের জন্য স্কুল, কলেজ, ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মান ।

৯/ সর্ব সাধারনের সু-স্বাস্থ্য ও সু-চিকিৎসার ব্যবস্থার লক্ষ্যে আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী হসপিটাল, কলেজ, চিকিৎসালয় ঔষধালয় ও ল্যারেটারী নির্মাণ করা। দেশীও ঔষধ তৈরীর জন্য ভেষজ উদ্যান ও হার্বাল প্লান্ট প্রতিষ্ঠান করা।

১০/ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ওয়েব সাইড, দারুল ইফতা নির্মান করা।

১১/ ঈমান ও আক্বিদাকে সক্রিয় করা। যার দ্বারা মুসলিম জন সাধারণের পদস্খলন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

১২/ দেশ প্রেম ভারতীয় সংবিধান ও মুসলিম পার্সনাল ল এর বিরুদ্ধাচারণ থেকে জন সাধারণকে সচেতেন করা ।

১৩/ জঙ্গী, উগ্রপন্থি, আতঙ্কবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নবাদিতা থেকে মানুষকে দূরে রাখা ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৪/ রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে জন সাদারনকে সাবধান করা, এবং উগ্রপন্থা থেকে নম্রপন্থার দিকে পথ প্রদর্শন করা।

১৫/ সহস্রাব্দের লক্ষ্য :- দারিদ্র ও অনাহার দূর করার লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন এবং ক্ষুদ্র আমানত ও ঋনদানের মাধ্যমে এবং সেবামুলক কাজ কর্মের দ্বারা দরিদ্র সীমার নিচে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের স্বাবলম্বী করে তোলা।

১৬/ **বিশেষ দিন উদ্‌যাপন** :- যেমন ১২ই রবিউল আওয়াল শরীফ (ফাতেহা দোয়াজ দাহম), জুলুসে মুহাম্মাদী,ঈদে মিলাদুন্নবী, ১১ই শরীফ (ফাতেহা ইয়াজ দাহম) হযরত গওস পাক বড়পীর সাহেবের উর্স, উর্সে খাজা গরীব নাওয়াজ, উর্সে আলা হযরত, ইয়াওমে রেজা, শবেবারাত, শবে মেরাজ ইত্যাদি উদযাপন।

১৭/ নেট ওয়ার্কিং :- বিভিন্ন পদাধিকারী মানুষ জন, প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্য, ও পঞ্চায়েতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত বর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রেখে সেবা মুলক কাজ করা।

রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট

(গভঃরেজিঃ) (একটি পাবলিক চ্যারিটেবলট্রাষ্ট)

রেজিঃ অফিসঃ শ্মশান ঘাট, সুজাপুর রোড, পোঃ +থানা :- রঘুনাথগঞ্জ, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ।

আবেদন :-

আপনারা দেশ,সমাজ, মানব জাতি, ও আহলে সুন্নাত অল জামাতের উন্নতিঅগ্রগতি ও কল্যানের লক্ষে রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের মেম্বার নিজে হউন ও বন্ধু বান্ধব, আত্মী-স্বজনদের হওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অনুবাদকের আরয

সাহাবা-ই কিরামের সোনালী যুগের অবসানে মুসলিম সমাজে দেখা দেয় নানা সমস্যা। বিভিন্ন মতাবলম্বীগণ স্ব-স্ব মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে। ফলে মুসলিম উম্মাহর জীবনে নেমে আসে এক চরম দুর্দিন। মুসলমানরা আকীদা ও আমলগত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আধুনিক কালের এ ফিৎনার যুগে সে মতানৈক্য প্রকট রূপ ধারণ করে। বেড়াজালে আটকে পড়ে জানাযা নামাযের পর দোয়া-মোনাজাত করার মত একটি প্রসিদ্ধ বিষয়ও। চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ ধলই, ফরহাদাবাদ, চারিয়া ও পটিয়াস্থ দৌলতপুরে এ বিষয়ে বেশ বাকবিতণ্ডা হয়। সে ফিৎনার অবসানে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

মূলতঃ মৈয়তের জন্য জানাযার আগে,পরে এবং দাফনের পর এ তিন অবস্থায় দোয়া-মোনাজাত করা হয়। জানাযার আগে ও দাফনের পর দোয়া-মোনাজাত করার বিষয়ে তেমন মতানৈক্য নেই। কিন্তু জানাযার পর দাফনের পূর্বে দোয়া-মোনাজাত বৈধ কি না? এ বিষয়ে ঝগড়াঝাটি হয়। তাই আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান ফাযিলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বিশ্ব-বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব 'আল্ আতাউন্ নাবাবিয়্যা ফীল ফাতাওয়া-ই আর্ রেযভিয়্যা' এর চতুর্থ খণ্ডের 'বাযলুল জাওয়ায়িযে আলাদ্ দোয়া-ই বা'দা সালাতিল জানায়িয' অংশটি তর্জমা করে প্রকাশ করলাম। যাতে আ'লা হযরতের ক্ষুরধার লিখনীতে অমানিশার ঘোর অন্ধকার কেটে যায়। জানাযার পর দোয়া- মোনাজাত করা মুস্তাহাব। স্বয়ং নবী করীম (দঃ) হযরত জাফর বিন আবী তালিব (রাঃ)'র জানাযা পড়ানোর পর দোয়া করেছিলেন। বায়হাকী শরীফের রেওয়ায়াতে হযরত আলী, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) প্রমুখ জানাযার পর দোয়া মোনাজাত করার প্রমাণ মিলে।

কবর তৈরীতে বিলম্ব হেতু জানাযার পর দোয়া করলে মোটেই অসুবিধা হয় না। এমনিতেই সংক্ষিপ্ত দোয়া করাতে দেরী কিসের? দু'এক মিনিট সময়ের দরকার। এ সামান্য দেরীটা আদৌ বিলম্ব ধরা যায় না। মৃত ব্যক্তির রূহ জীবিতদের ছাওয়াব বখশিশের মুখাপেক্ষী থাকে। তাদের আত্মার শান্তির জন্য সবাই মিলে দু'হাত উঠায়ে দোয়া করলে কতই না উত্তম! এ দোয়া মৈয়তের জন্য আশীর্বাদ হয়। তাই এ পুস্তিকার নামকরণ করেছি *'নিদানকালে আশীর্বাদ- জানাযার পর দোয়া মোনাজাত'*। আশা করি-তা বাতিল মতবাদ পরিহার করে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সঠিক আমল করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ পুস্তিকাটি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করেছি। তবুও সুধীজনের নজরে কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে তা জানালে খুশি হব এবং পরবর্তীতে সংশোধনের ব্যবস্থা করব। ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে বুঝে আমল করার তাওফীক দান করুক। আমিন।

বিনীত

মুহাম্মদ ইছমাইল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিদানকালে আশীর্বাদঃ

কোন কোন জায়গায় জানাযার নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীরা কিবলামুখী হয়ে اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهٗ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ এ জাতীয় দোয়া, সুরা ফাতিহা ও অন্যান্য দোয়া পড়তঃ মৃত ব্যক্তির রূহে ছাওয়াব বখশিশ করে দেয়। বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানে তা পূর্ব থেকে প্রচলিত। এটা শরীয়তে বৈধ কিনা? হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির রেফারেন্সসহ উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُجِيْبِ الدَّعْوَاتِ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَاَكْمَلُ التَّحِيَّاتِ عَلٰى مَلَاذِالْاَحْيَاءِ وَمَعَاذِ الْاَمْوَاتِ خَالِصِ الْخَيْرِ وَمَحْضِ الْبَرَكَاتِ فِى الْحَيَاةِ الْاُوْلٰى وَالْحَيَاةِ الْعُلْيٰى بَعْدَ الْمَمَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ كَرِيْمِى الصِّفَاتِ مَا بَعُدَ مَاضٍ وَقَرُبَ اٰتٍ. اٰمِيْن.

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ কথার উপর একমত যে, মুসলমান মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা অবশ্যই পছন্দনীয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব-যা কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আয়াত ও হাদীস শরীফগুলো শর্তমুক্ত, কোন স্থান-কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অমুক সময়ে মুস্তাহাব আর অমুক সময়ে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ-এরূপ নয়। নিষ্কলুষ শরীয়তে কোন বিশেষ সময়ের সাথে নিষিদ্ধতা না থাকা সত্ত্বেও নিজে যে কোন ভাবেই শর্তযুক্ত করা মনগড়া শরীয়ত। তা শরীয়তের মুত্বলাক (শর্তমুক্ত)কে মুকায়্যাদ (শর্তযুক্ত) করার নামান্তর। নামায খোদা পাওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ ও নিয়মিত আদায়যোগ্য। তবুও তাতে সংক্ষেপ বা অল্পকে যথেষ্ট মনে করার বিধান নেই। পবিত্র শরীয়ত সর্বদা তা বেশি করা ও বারংবার করার নির্দেশ দিয়েছে। দোয়া কখন নিশ্চিত কবুল হবে তা কি জানা আছে? কাজেই জানাযার নামাযের পর কাতার ভঙ্গ করে দোয়া করলে অসুবিধা নেই। তদুপরি প্রত্যেক বস্তু মূলতঃ হালাল যতক্ষণ অবৈধ হওয়ার উপর দলীল সাব্যস্ত না হয়।

কুরআনের দলীলঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে ইরশাদ করেছেন- فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ 'নামায থেকে অবসর হলে দোয়ায় মশ فَاِذَا فَرَغْتَ مِنْ গুল হোন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আপনার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ করুন।' তাফসীরে জালালাইন শরীফে রয়েছে- الصَّلٰوةِ فَانْصَبْ اِتْعَبْ فِى الدُّعَا وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ تَضَر 'যখন নামায থেকে অবসর হয়ে যাও তখন দোয়ায় মশগুল হও। তোমার প্রভুর দরবারে বিনয়ী হও।' জানাযা এক প্রকার নামায। নামায থেকে অবসর হয়ে দোয়া করা আল্লাহর পরোক্ষ নির্দেশ।

হাদীসের আলোকে দোয়া-মোনাজাতঃ

মূলতঃ কোন্ মুহূর্তে বান্দার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয় তা বলা মুশকিল। খোদায়ী তাজাল্লী একেক সময় উদ্ভাসিত হয়। কখন আল্লাহর রহমতে জোয়ার আসে বলা যায় না। আল্লাহর রহমতের ভাগীদার হওয়ার জন্য বেশিবেশি দোয়া করতে বলা হয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে কতিপয় হাদীস শরীফ উল্লেখ করলাম।

(১) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- لِيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ 'লিউকাচ্ছির মিনাদ্দোয়া' দোয়া বেশি কর। এ হাদীসকে ইমাম তিরমিযী ও হাকিম হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি উহাকে সহীহ বলেছেন আর মুস্তাদরাক হাকিম তা স্বীকার করেছেন।

(২) সহীহ ইবনে হাব্বান গ্রন্থে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- لَاتَعْجِزُوْا فِى الدُّعَاءِ فَاِنَّهٗ لَنْ يَّهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ اَحَدٌ 'লা তুয়াজিযু ফী দোয়া-ই ফাইন্নাহু লাঁয় ইউহ্‌লাকা মাআদ্ দোয়া-ই আহাদুন।' 'দোয়া করতে অলসতা করো না; কেননা দোয়া করলে কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না।' হিরয কিতাব অনুপাতে তার অর্থ لَاتُقَصِّرُوْا وَلَاتَكْسِلُوْا فِىْ تَحْصِيْلِ الدُّعَاءِ. 'দোয়া করতে অলসতা করো না।'

(৩) মুসনাদে আবী ইয়া'লা-তে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- تَدْعُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيْلَكُمْ وَنَهَارَكُمْ فَاِنَّ الدُّعَاءَ سَلَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'তাদউনাল্লাহা তায়ালা লায়লাকুম ওয়া নাহারাকুম ফাইন্নাদ্ দোয়া সালাহুল মু'মিনীন।' 'রাত-দিন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাক, কেননা দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার।'

(৪) ইমাম ত্বাবরানী 'কিতাবুদ্ দোয়া', ইবনে আদী 'কামিল', ইমাম তিরমিযী 'নাওয়াদের', বায়হাকী 'শুয়াবুল ঈমান'-এ আবুশ শায়খ এবং কাদ্বায়ী রাদ্বিয়াল্লাহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আনহুম উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযুর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُلَحِّيْنَ فِى الدُّعَاءِ

'ইন্নাল্লাহ তায়ালা ইয়ুহিব্বুল মুলাহ্‌হীনা ফী দোয়া' 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বারংবার দোয়াকারীদের ভালবাসেন।'

(৫) ইমাম ত্ববরানী মু'জম কবীর কিতাবে মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِىْ اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ فَتَعَرَّضُوْالَهَا لَعَلَّ اَنْ يُصِيْبَكُمْ نَفْحَةٌ مِّنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا اَبَدًا۔

'ইন্না লি রাব্বিকুম ফী আইয়ামে দাহরিকুম নাফহা-তুন ফাতায়ার্‌রাদু লাহা লায়াল্লা আঁয় ইউসীবাকুম নাফহাতুম মিনহা ফালাতাসকূনা বা'দাহা আবাদান'

'তোমাদের দিন কালাতিপাতে প্রভুর অনেক রহমত ও জলওয়া বর্ষিত হয়। তোমরা সেগুলো অন্বেষণ কর। হয়ত একটু তাজাল্লী তোমাদের কাছে পৌছলে তোমরা আর কখনো হতভাগা হবে না।' অর্থাৎ দাঁড়িয়ে, বসে বা কাত হয়ে শুয়ে সব সময় দোয়া করতে থাক। তোমাদের কি জানা আছে কখন আল্লাহর রহমতের ভান্ডার উম্মুক্ত হয়? তায়সীর গ্রন্থে আল্লামা মুনাভী বলেছেন-

فَتَعَرَّضُوْا لَهَا بِتَطْهِيْرِ الْقَلْبِ وَتَزْكِيَةٍ مِنَ الْاَكْدَارِ وَالْاَخْلَاقِ الذَّمِيْمَةِ وَالطَّلَبِ مِنْهُ تَعَالٰى فِىْ كُلِّ وَقْتٍ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى الْجَنْبِ وَوَقْتِ التَّصَرُّفِ فِىْ اِشْتِغَالِ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْعَبْدَ لَايَدْرِىْ فِىْ اَىِّ وَقْتٍ يَكُوْنُ فَتْحُ خَزَائِنِ الْمِنَنِ۔

'ময়লা-আবর্জনা ও অসৎ চরিত্র থেকে পবিত্র হয়ে পাক অন্তকরণে আল্লাহর রহমত তালাশ কর। দাঁড়িয়ে, বসে, কাত হয়ে এবং দুনিয়াদারীতে মশগুল অবস্থায়ও সর্বদা আল্লাহর নিকট দোয়া কর। কেননা বান্দা জানে না কোন সময়ে আল্লাহর করুণার ভান্ডার খুলে দেয়া হবে।'

সিরাজুল মুনীর কিতাবের গ্রন্থকার প্রাগুক্ত হাদীস উল্লেখ করে ফরমায়েছেন এটা হাসান। দোয়া করার ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত রয়েছে বিধায় বেশি করে দোয়া করতে অলসতা না করা চাই। রাত-দিন সর্বদা দোয়া কর। একবার দোয়া করলে যথেষ্ট তা হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। জানাযার নামাযের পূর্বে ও পরে উভায়াবস্থায় হুযুর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যাক্তির জন্য দোয়া করেছেন এবং মুসলমানদেরকে দোয়া করতে নির্দেশ দেওয়ার প্রমাণ মিলে। উপরোক্ত হাদীস শরীফগুলোতে কায়মনে সর্বদা দোয়া করতে বলা হয়েছে।

জানাযার পূর্বাপর দোয়া করার দলীলঃ

(৬) ইমাম মুসলিম হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُوْنَ مَاتَقُوْلُوْنَ وَهِىَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ فَاَغْمَضَهُ (اِلٰى اَنْ قَالَتْ) ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْلَهُ فِيْهِ۔

'ক্বালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা হাদারতুমূল মরীদ্বা আভীল মায়্যিতা ফাকূলূ খায়রান ফাইন্নাল মালাইকাতা ইউমিনূনা মা তাকূলূনা ওয়া হিয়া ক্বালাত্ দাখালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা আবী সালমাতা ওয়া ক্বাদ্ শাক্কা বাসরাহু ফাআগমাদাহু ছুম্মা ক্বালা আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লিআবী সালমাহ্ ওয়ার্‌ফা' দারজাতাহু ফীল মাহদীয়্যীন ওয়াখ্‌লুফ্‌হু ফী আক্বিবিহী ফীল গাবিরীনা ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়া লাহু ইয়া রাব্বাল আলামীনা ওয়াফ্‌সাহ্ লাহু ফী কবরিহী ওয়া নাব্বির্ লাহু ফীহি।'

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, তোমরা কোন রুগ্ন বা মৃত ব্যাক্তির শয্যা পার্শ্বে হাযির হলে বলো-ভাল। কেননা তোমরা যা বল ফিরিশতারা তা বিশ্বাস করে। উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ফরমায়েছেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালমার নিকট প্রবেশ করতঃ তাঁর চক্ষু খুলে বন্ধ করে দিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আবু সালমাকে ক্ষমা করো, হিদায়ত প্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করো, পরকালবাসীদের মাঝে তাঁকে শুভপরিণয়ী করে দাও। বিশ্ব প্রতিপালক! আমাদেরকে ও তাঁকে ক্ষমা করো, তাঁর কবর প্রশস্থ ও আলোকিত করো।'

(৭) ইমাম আবু দাউদ ও হাকিম বিশুদ্ধ সনদে আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন-

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ اَنَّهُ الْاٰنَ يُسَالُ .

'ক্বালা কানান্ নবীয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা ফারাগা মিন্ দাফনিল্ মায়্যিতে ওয়াক্বাফা আলাইহি ওয়া ক্বালা ইস্তাগ্‌ফিরু লিআখীকুম্ ওয়া সালূ লাহুত্ তাছবীতা আন্নাহু আল্‌আন্ ইউস্‌আলু।'

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশ দাফনের পর দাঁড়িয়ে বলতেন- তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সাবেত কদম থাকার জন্য দোয়া করো। কেননা এক্ষনি প্রশ্ন করা হবে।'

(৮) ইমাম আহমদ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেছেন -

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِاَصْحَابِهٖ ثُمَّ قَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لَهٗ ثُمَّ خَرَجَ بِاَصْحَابِهٖ اِلَى الْمُصَلّٰى ثُمَّ قَالَ فَصَلّٰى بِهِمْ كَمَا يُصَلِّىْ عَلَى الْجَنَازَةِ.

'আন্নান্ নবীয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নায়ান্ নাজ্জাসী লিআসহাবিহী ছুম্মা ক্বালা ইস্তাগ্‌ফিরু লাহু ছুম্মা খারাজা বিআসহাবিহী ইলাল্ মুসাল্লা ছুম্মা ক্বালা ফাসাল্লা বিহিম কামা ইউসাল্লী আলাল্ জানাযাতে।'

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সাহাবা কিরামকে নাজ্জাসীর ইন্তিকালের সংবাদ দিয়ে বললেন-তোমরা তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি বের হলেন নামায স্থলের দিকে। জানাযার নামায পড়ার মত তিনি তাঁদের নিয়ে নামায পড়ালেন।' এখানে নবীজি বাদশা নাজ্জাসীর জন্য দোয়া করার প্রমাণ মিলে।

(৯) ইবনে মাজা এবং বায়হাকী তাঁর সুনানে হযরত সায়ীদ বিন মুসায়্যিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ حَضَرْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا فِىْ جَنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِى اللَّحَدِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَخَذَ فِىْ تَسْوِيَةِ اللَّبَنِ عَلَى اللَّحَدِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا قُلْتُ يَا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اِبْنَ عُمَرَ اَشَىْءٌ سَمِعْتَهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَمْ قُلْتَهٗ بِرَأْيِكَ قَالَ اِنِّىْ اِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ عَنْ شَىْءٍ سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

'ক্বালা হযরতু ইবনা ওমরা রাঃ ফী জানাযাতিন ফালাম্মা ওয়াদ্বায়াহা ফীল লাহাদ ক্বালা বিসমিল্লাহি ওয়া ফী সাবিলিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফালাম্মা আখাযা ফী তাসভীয়াতিল লিবনে আলাল্ লাহাদে ক্বালা আল্লাহুম্মা আযিরহা মিনাস শয়তানে ওয়া মিন আযাবিল কবরে আল্লাহুম্মা জা-ফিল আরদ্বে আন জানবায়হা সায়্যিদ রুহাহা লাক্কিহা মিনকা রিদওয়ানান্ কুলতু ইয়া ইবনে ওমরা আশায়্যুন সামি'তাহু মিন রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

'তিনি বলেছেন, আমি এক জানাযায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র পাশে হাযির ছিলাম। কবরে লাশ রেখে তিনি বললেন- বিছমিল্লাহি ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবরের মাটি সমান হয়ে গেলে তিনি বললেন-হে আল্লাহ! শয়তান ও কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দাও। আল্লাহ! কবরের পার্শ্বের মাটি খালি করো, তার রূহকে উত্থিত করো এবং সন্তুষ্ট অবস্থায় তোমার দীদার নসীব করো। আমি বললাম-হে আব্দুল্লাহ বিন ওমর! তা কি তুমি রাসুল থেকে শুনেছো না মনগড়া বলছো? তিনি বললেন- আমি রাসুল থেকে যা শুনেছি একমাত্র তা-ই বলতে সক্ষম।'

(১০) অপর বর্ণনায় রয়েছে-

فَلَمَّا اَخَذَ فِىْ تَسْوِيَةِ اللَّحَدِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَمَّا سَوَّى اللَّبِنَ عَلَيْهَا قَامَ جَانِبَ الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

'ফালাম্মা আখাযা ফী তাসভীয়াতিল লিবনে আলাল লাহদ ক্বালা আল্লাহুম্মা আযিরহা মিনাস্ শয়তানে ওয়া মিন আযাবিল কবরে ফালাম্মা সাওয়াল লিবনা আলায়হা ক্বামা জানিবাল ক্ববরে ছুম্মা ক্বলা আল্লাহুম্মা জা-ফিল আরদ্বা আন জানবায়হা সায়্যিদ রূহাহা লাক্কিহা মিনকা রিদওয়ানান্ কুলতু ইয়া ইবনা ওমরা আশায়্যুন সামি'তাহু মিন রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কবর সমতল হয়ে গেলে তিনি বললেন- আল্লাহ! তাকে শয়তান ও কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি দাও। মাটি সমান করা হলে তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ! তাঁর কবরকে প্রশস্ত করো, রূহ তুলে নাও এবং তোমার দীদার নসীব করো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা শুনেছি।

(১১) এ প্রসংগে বর্ণিত হাদীসগুলো মাশহুর পর্যায়ে উন্নীত। আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর এবং আলিম বিন ওমর বিন কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে মা'আযী ও ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন। তাতেও প্রশান্তি লাভ করতে না পারলে 'কবিরী শরহে মুনিয়া' গ্রন্থে দেখুন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত-

قَالَ لَمَّا اِلْتَقَى النَّاسُ بِمَوْتِهِ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَكَشَفَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الشَّامِ فَهُوَ يَنْظُرُ اِلَى مَعَارِكِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُبْنُ حَارِثَةَ فَمَضَى حَتَّى اُسْتُشْهِدَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَالَهُ وَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَسْعَى ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُبْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَمَضَى حَتَّى اُسْتُشْهِدَ وَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدَعَالَهُ قَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَطِيْرُفِيْهَا بِجَنَاحَيْنِ حَيْثُ شَاءَ ـ

'মানুষেরা তাঁর (আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকালের সংবাদ পেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার শরীফে বসেন। শামদেশ পর্যন্ত তাঁর সামনে সবকিছু উন্মুক্ত হয়ে যায়। তিনি তাকিয়ে রইলেন তাঁদের যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পতাকা নিয়েছে যায়দ বিন হারিছা। অল্পক্ষণে তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। নবীজি বললেন সাথীরা! তোমরা তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো দৌঁড়ে বেহেশ্তে ঢুকে গেলেন। এরপর পতাকা হাতে নিলেন হযরত জাফর বিন আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিনি শহীদ হয়ে গেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ে তাঁর জন্য দোয়া করতে বললেন, সাহাবীরা! তোমরা তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে দু'ডানা মেলে খুশিতে উড়ছে।'

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, তিনি সাহাবীদেরও দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং জানাযার বর্ণনায় এ হাদীস সূত্রগতভাবে মুরসাল। মুরসাল হাদীস জমহুর ওলামা ও আমাদের হানাফীদের মতে দলীল হতে পারে। আমাদের নিকট ওয়াকিদী'র নির্ভরযোগ্যতাও প্রমাণিত। অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস যেভাবে ফায়দা দেয় মুরসাল হাদীস সেরূপ। শরয়ী শব্দগুলো শরয়ী অর্থের উপর ব্যবহৃত হওয়াই আসল। তাই সালাত দোয়া নয় আর দোয়া সালাত নয়। মূলার্থ গ্রহণ করাই শ্রেয়। সাধারণভাবে দোয়া করা মুস্তাহাব। জানাযার আগে-পরে যেভাবে হোক দোয়া করা মুস্তাহাব। কাজেই নামাযের পর সম্পৃক্তভাবে দোয়া করা বাধা কিসের? বরং সেটাতো আল্লাহর বিশেষ করুণা লাভের মুহূর্ত। ফরযে কিফায়ার মত গুরুত্বপূর্ণ নেক আমলই খোদায়ী করুণা লাভ ও দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ। এমনিতেই দোয়া কবুল হওয়ার জন্য পূর্বে নেক আমল করতে হয়। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-

تَقْدِيْمُ عَمَلٍ صَالِحٍ اَىْ قَبْلَ الدُّعَاءِ لِيَكُوْنَ سَبَبًا لِقَبُوْلِهِ كَمَا فِيْ حَدِيْثِ اَبِي بَكْرٍ فِى صَلَاةِ التَّوْبَةِ عَلَي مَاسَيَاتِى فِى اَصْلِ الْكِتَابِ ـ

'দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তার পূর্বে নেক আমল করতে হয়। যেমন তাওবার নামায সম্পর্কে আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।' এ হাদীসকে চার ইমাম ও ইবনু হাব্বান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। খতমে কুরআন, রোযা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এমন কি প্রত্যেক ফরয নামযের পর দোয়া করার ব্যাপারে হাদীসে পাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে জানাযার নামাযও তার অন্তর্ভুক্ত।

(১২) ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ ـ

'ক্বলা ক্বলতু ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আয়্যুদ দোয়া-ই আসমাও, ক্বলা জাওফাল লায়লিল আখির ওয়া দুব্রাস সালাতিল মাকতুবাতে।'

'হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি বল্লাম- হে আল্লাহর রাসুল! কোন্ দোয়া অধিক গ্রহণযোগ্য? উত্তরে বল্লেন, শেষ রাত্রির নির্জন মুহূর্ত ও ফরয

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নামাযের পর দোয়া করা।'

মোল্লা আলী ক্বারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- اَلتَّقْيِيْدُ بِهَا لِكَوْنِهَا اَفْضَلَ الْحَالَاتِ فَهِيَ اَرْجَى لِاِجَابَةِ الدَّعْوَاتِ. এখানে উত্তম অবস্থার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এটা দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময়।

(১৩) ইমাম বায়হাকী, খতীব, আবু নাঈম এবং ইবনে আসাকির হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

'আন্ আনাসিন ক্বলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মাআ কুল্লে খতমাতিন দা'ওয়াতুম্ মুস্তাজাবাতুন।'

'হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, প্রত্যেক খতমের মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়।'

(১৪) ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে খোযাইমা, হাব্বান এবং বাযযায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

ثَلٰثَةٌ لَاتُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حِيْنَ اَفْطَرَ.

'আন আবী হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্বলা ক্বলা রাসুলুল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সালাসাতুন লাতুরাদ্দু দা'ওয়াতুহুমুস সায়িমু হীনা আফত্বারা।'

'হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন প্রকার ব্যক্তির দোয়া ফেরত হয় না। তম্মধ্যে রোযাদার যখন ইফতার করে।'

(১৫) ইমাম ত্ববরানী 'কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيْضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْاٰنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

'আন ইরবাদ্ব বিন সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আনিন নবীয়্যি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মান সাল্লা সালাতান ফরীযাতান ফালাহু দা'ওয়াতুম মুস্তাজাবাতুন ওয়া মান খাতামাল কুরআনা ফা লাহু দা'ওয়াতুম মুস্তাজাবাতুন।'

'হযরত ইরবাদ্ব বিন সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, ফরয নামায পড়ার পর দোয়া কবুল এবং যে ব্যক্তি কুরআন শেষ করে তার দোয়া কবুল।

(১৬) ইমাম দায়লামী 'মুসনাদুল ফিরদৌসে' বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِى كرم الله وجهه مَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فَلَهُ عِنْدَ اللّٰهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

'আন আমীরুল মু'মিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজাহাহু মান আদ্দা ফারীযাতান ফালাহু ইনদাল্লাহি দা'ওয়াতুম মুস্তাজাবাতুন।'

'হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজাহাহু থেকে বর্ণিত, যে ফরয নামায আদায় করল আল্লাহর দরবারে তার দোয়া কবুল।' 'সুরুরুস সাঈদ ফী হুল্লেদ দোয়া-ই বা'দ সালাতিল ঈদ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অনেক হাদীস সংকলন করা হয়েছে।

(১৭) হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, اكثر الدعاء 'দোয়া বেশি কর।' হাকিম তাঁর 'আল মুস্তাদরাক' কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ হাদীস নকল করেছেন। এটা সহীহ সাব্যস্ত করেছেন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(১৮) হযরত ইবনে হাব্বান এবং ত্ববরানী যথাক্রমে সহীহ ও আওসাত্ব গ্রন্থে হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- اِذَا سَأَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ فَاِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ 'ইযা সাআলা আহাদুকুম ফালইউকাছির ফাইন্নামা ইয়াসআলু রব্বাহু'। 'তোমাদের কেউ দোয়া করতে চাইলে বেশি করে করো। কেননা সে স্বীয় প্রভুর কাছে চাচ্ছে।' উক্ত হাদীসে আল্লাহর কাছে বেশি করে চাইতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যতই বড় বস্তু এবং বেশি চাওয়া হোক; তাতে মহা শক্তিশালী আল্লাহর নিকট চাওয়া হচ্ছে। বারংবার চাইলেও তিনিতো দয়াবান খোদা, নারাজ হন না। আদম সন্তানের কাছে বেশি চাইলে ধমক দেয়, নারাজ হয়, আর আল্লাহর কাছে যতবেশি চাওয়া হয় তিনি তত বেশি খুশি হন।

(১৯) হযরত আবুশ শায়খ সাহাবী আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- اَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَاِنَّ الدُّعَاءَ يُرِدُّ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ 'আকছির মিনাদ দোয়া-ই ফাইন্নাদ দোয়া' ইউরিদ্দুল কাযাল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুবরম'। 'দোয়া বেশি করো। কেননা দোয়া তাকদীরে মুবরামকে বদলায়ে দেয়।'

(২০) ইমাম বায়হাকী 'শুয়াবুল ঈমান' এবং খতীব 'আত্তারীখ' গ্রন্থে হযরত জারির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- لَقَدْ بَارَكَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ فِىْ حَاجَةٍ أَكْثَرَ الدُّعَاءَ فِيْهَا 'লাক্বদ বারাকাল্লাহু লিরাজুলিন ফী হাজতিন আকছারাদ দোয়া ফীহা'। 'নিশ্চয় আল্লাহু তায়ালা কোন ব্যক্তিকে এমন হাজত পূরণে বরকত দান করেন যে বিষয়ে বেশি দোয়া করে।'

(২১) ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজা সকলেই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবীয়ে দো'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন-

لَايَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رِحْمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ يَقُوْلُ قَدْدَعَوْتُ وَقَدْدَعَوْتُ فَلَمْ اَرَيَسْتَجِيْبُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَالِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ

'লা ইযালু ইউস্তাজাবু লিল্আব্দে মা লাম ইয়াদউ বিইছমিন আও ক্বতীয়াতি রেহমিন মা লাম্ ইয়াস্তাজিল ইয়াকুলু ক্বদ দায়াওতু ওয়া ক্বদ দায়াওতু ফা লাম আরা ইয়াস্তাজীবু লী ফাইয়াস্তাসহিরু ইনদা যালিকা ওয়া ইয়াদাউ দোয়া।'

'দোয়া করতে বিরক্তিবোধ করলে তার পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোন বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ কাজের কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার দোয়া কবুল হতে থাকবে। বিরক্তিস্বরে আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি। আমার দোয়া কবুল হতে দেখছিনা বলত: তাড়াহুড়া করলে এবং আফসোস করত: দোয়া পরিত্যাগ করে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না।'

(২২) হাসান সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- اُطْلُبُوا الْخَيْرَ وَهُوَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ تَعَرَّضُوا النَّفَحَاتِ رَحْمَةِ اللّٰهِ فَاِنَّ لِلّٰهِ نَفَحَاتٌ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

'উত্বলুবুল খায়রা ওয়া হুয়া দাহরাকুম কুল্লাহু তায়াররাদ্বুন নাফহাতি রহমাতাল্লাহি ফা ইন্না লিল্লাহি নাফহাতুম মিন রহমাতিহী ইউসীবু বিহা মাঁয় ইশাউ মিন ইবাদিহী।'

'তোমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কল্যান কামনা কর এবং আল্লাহর রহমতের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাজাল্লী তালাশ করো। কেননা আল্লাহর অনেক রহমতের তাজাল্লী রয়েছে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার ভাগীদার করেন।'

উক্ত হাদীসখানা ইমাম আবু বকর বিন আবীদ্দুনিয়া স্বীয় 'আল ফারজ বা'দাস সিদ্দাত' গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী 'নাওয়াদিরুল উসূল'এ, বায়হাকী 'শুয়াবুল ঈমান'এ এবং আবু নাঈম 'হুলয়িয়াতু আউলিয়া' কিতাবে হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) এবং সূয়াবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আ'মিরী বলেছেন এটা সনদ সূত্রে সহীহ হাসান। আমার মতে, কয়েকটি তরিকায় বর্ণিত হওয়ার কারণে এ হাদীসকে নিঃসন্দেহে হাসান বলা যায়। শেখ মুহাম্মদ হেজাযূ শা'রানী 'আলমু' জামুলকারীর এর বর্ণিত হাদীসকে হাসান বলেছেন।

(২৩) সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত যে, সাহাবীরা হযরত আমীরুল মু'মিনীন ফারুকে আযম (রাঃ)'র লাশ মোবারকের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। সে সমাবেশে হাযির ছিলেন হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু। তিনি নিজেই সে দোয়াতে শরীক ছিলেন। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের যুক্ত বিবৃতি রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মুসিলম শরীফের শব্দাবলী

وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَتَكَفَّنَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيَثْنُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ وَ اَنَا فِيْهِمْ قَالَ فَلَمْ يَرْعُنِىْ اِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ اَخَذَ بِمَنْكِبِىْ مِنْ وَرَائِىْ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ عَلِىٌّ فَتَرَحَّمَ عَلٰى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَاَيْمُ اللّٰهِ اَنْ كُنْتُ لَاَظُنُّ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىْ قَالَ اِنِّىْ لَوَاقِفٌ فِىْ قَوْمٍ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهِ اِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِىْ قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلٰى مَنْكِبِىْ يَقُوْلُ رَحِمَكَ اللّٰهُ اَنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ اَلْحَدِيْثُ

'হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রঃ)কে খাটের উপর রেখে কাফন পরায়ে মানুষেরা তাঁর জন্য দোয়া, ছানা পড়েছেন। খাট তুলে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। এক ব্যক্তি পেছন থেকে এসে আমার কাঁধ ধরলে দেখলাম-তিনিতো হযরত আলী (রাঃ)। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)'র জন্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রহমত কামনা করে বললেন-কিয়ামত পর্যন্ত আপনার চেয়ে অতি প্রিয়ভাজন ব্যক্তি আপনি কাউকে রেখে যাননি। আল্লাহর কসম! আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথে রাখবেন। বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে- আমি এমন এক সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থান করছি-যারা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)'র জন্য দোয়া করছেন এমতাবস্থায় যে, তাঁকে খাটের উপর রাখা হয়েছে। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার পেছন থেকে এসে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন- আল্লাহ আপনাকে রহম করুক। আমি আশা করি-আল্লাহ আপনাকে সঙ্গীদ্বয়ের তথা হযরত রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)'র সাথে রাখবেন। আল হাদীস।'

(২৪)মিশকাত শরীফের 'সালাতুল জানাযা' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ে ফেল তখন তার একনিষ্ঠভাবে দোয়া কর। এখানে 'ফা জায়ায়িয়্যা' দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযের পর পর যেন দোয়া করা হয়।

যুক্তিভিত্তিক প্রমাণঃ

জানাযার নামাযের পর হাত তুলে দোয়া করার ব্যাপারে যুক্তি ভিত্তিক দলীল হলো-আলোচ্য হাদীসে দোয়া করা সাধারণভাবে যে কোন সময়ে দোয়া করার কথা উল্লেখ রয়েছে- যাতে জানাযা নামাযের পর, পূর্বে, সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্তভাবে যে কোন সময় দোয়া করা শামিল। যখনই দোয়া করবে নিঃসন্দেহে তা আইনে মা-মুরে বিহী (প্রত্যক্ষ আদিষ্ট বস্তু) এবং হাসান -লেযাতিহী। যতক্ষণ পবিত্র শরীয়ত নির্দিষ্ট সময়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না ততক্ষণ কেউ তা নিষেধ বা অস্বীকার করা শরয়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর।

সুতরাং বিশেষ কোন সময় উল্লেখ না থাকায় যারা অস্বীকারকারী তাদের সব ষড়যন্ত্রের জাল নিমিষে ধ্বংস হয়ে গেল। যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ঠভাবে দোয়া করতে বলা হয়েছে সেহেতু কোন বিশেষ সময়ে দোয়া করতে বারণ করা পাগলের অপালাপ। সে গণ্ড মুর্খ যেন এরূপই বলে যে, কুরআন করীমে أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (তোমরা নামায পড়) ইত্যাদি বলা হয়েছে। আয়াতগুলোতে সর্বসাধারণের কথা বলা হলেও বিশেষভাবে আমার নাম উল্লেখ করতঃ নির্দেশ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আসেনি। কাজেই আমার উপর নামায ফরয সাব্যস্ত নয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাথে তাকে বলা হবে-সাধারণ নির্দেশের আওতাভুক্ত না হলে তুমি যে খোদায়ী নির্দেশ বর্হিভূত তার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ কর। এমন অহংকারী নির্বোধ ব্যক্তি বড্ড পাগলকেও হার মানায়। স্বতঃসিদ্ধ যে, হাসান ফি যাতিহী (মূলগত কল্যাণকর)ও কোন কোন স'ায় অবৈধ হয়ে যায় তাও বিশেষ অবস্থায়-যাকে ক্ববীহ লিগায়রিহী বলে। সে দাবীকেও দলীল দ্বারা প্রমাণ করা তার দায়িত্ব। তাও বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্রের সাথে সীমাবদ্ধ। যখনই প্রতিবন্ধকতা ওঠে যায় পুনরায় হাসান লি যাতিহীর দিকে বিধানটি ফিরে আসে। যা একজন সামান্য জ্ঞানের অধিকারীর কাছেও অস্পষ্ট নয়। এ ভুমিকা উপস্থাপনের পর ফোকাহায়ে কিরামের সে বর্ণনাগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব- যেগুলো দ্বারা শত শত মানুষ ধোকার শিকার কিংবা ভ্রান্তির বেড়াজালে ঠেকিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে।

সাধারণতঃ কিতাবের মধ্যে জানাযার নামাযের পর দোয়া করা মাকরূহ লেখা নেই। কেনই বা লিখবে! স্বয়ং হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবাগণ, নবীন-প্রবীণ ইমামগণের অনেক উক্তি ও কথা দ্বারা এবং মুফতিগণের সুস্পষ্ট বক্তব্য সে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সারমর্ম হলো শরয়ী অকাট্য দলীল ও ইজমা-ই উম্মত তা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে রয়েছে। অস্বীকারকারীরা কবর যিয়ারত কি নামাযের পরে করে নাকি আগে? যদি পরে করে তাহলে কুরান-হাদীস এবং আলিম-ফকিহদের উক্তি যা সর্বযুগে প্রচলিত ছিল যে, জানাযার মৃতদের জন্য দোয়া করা সাব্যস্ত হয়ে গেল। সেটাই সুস্পষ্ট দলীল যা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

তবে তারা জানাযার নামাযের পর দোয়া করাকে قِيَامٌ শব্দ দ্বারা শর্তারোপ করেছে। অর্থাৎ জানাযার পর দোয়া করার জন্য দন্ডায়মান হওয়া যাবে না। জানাযা নামাযের পর দোয়াই নেই বলা হয় নি। জামিউর রুমূয এ রয়েছে لَا يَقُوْمُ دَاعِيًا لَهُ 'লা ইয়াকূমু দাইয়ান লাহু।' যখীরা-ই কুবরা, মুহীত্ব এবং কুনিয়া গ্রন্থে রয়েছে لَا يَقُوْمُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ 'লাইয়াকূমু বিদ্দোয়া-ই বা'দা সালাতিল জানাযাতি।' 'জানাযার নামাযের পর দোয়া করতে দাঁড়াবে না।' কাশফুল গিত্বা গ্রন্থে রয়েছে- قائم نشود بعد از نماز برائے دعا দোয়া করার জন্য জানাযার নামাযের পর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দাঁড়াও না। তাতে আরো রয়েছে منع درکتب بلفظ قیام واقع شده কিতাবসমূহে قِيَام শব্দ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ সব উক্তি দ্বারা সাধারণভাবে জানাযার পর দোয়া করাকে অবৈধ বলা হলে তা হবে দলীলের অপপ্রয়োগ। নজদীরা মুর্খ, বুঝতেই পারে না। দোয়া বৈধ, দাঁড়িয়ে দোয়া অবৈধ-তা কেমন কথা? যে দাঁড়ানো নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি সেটা কোন ধরনের দাঁড়ানো? যার উপর ভর করে ফোকাহা-ই কিরাম দোয়া করাকে নিষেধ বলেছেন। সে قِيَام (কিয়াম) এর মুলোদ্দেশ্য-

(ক) মূলতঃ দোয়া ভাল কাজ; নিষিদ্ধ নয়। তারপরও এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী কেন? দাঁড়িয়ে দোয়া করাকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। আবার তাও আল্লাহর তায়ালার বাণী দ্বারা ভুল প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন- يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ 'ইয়াযকুরূনাল্লাহ কিয়ামাঁ ওয়া কুউদাঁ ওয়া আলা জুনূবিহিম।' 'তারা আল্লাহর যিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে।' আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا.

'ওয়া আন্নাহু লাম্মা ক্বামা আব্দুল্লাহি ইয়াদউহু কাদূ ইয়াকূনূনা আলায়হি লিবাদান্।' 'যখন আল্লাহর বান্দা তাঁর ইবাদত করার জন্য দণ্ডায়মান হল তখন এ উপক্রম ছিল যে, সে সমস্ত জিন তাঁর নিকট প্রচণ্ড ভিড় জমায়।'

(খ) হয়ত শুধু মৃতদের জন্য দাঁড়িয়ে দোয়া করা নিষেধ। তাও ভুল। কেননা স্বয়ং হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে দোয়া করা প্রমাণিত আছে। তাইতো ফোকাহা-ই কিরাম বলেছেন- কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করা সুন্নাত। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে আছে-

اَلْمَعْهُوْدُ مِنْهَا (اَىْ مِنَ السُّنَّةِ) لَيْسَ اِلَّا زِيَارَتُهَا وَالدُّعَاءُ عِنْدَهَا قَائِمًا كَمَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْبَقِيْعِ.

'নির্ধারিত সুন্নাত হল কবর যিয়ারত করা এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে এরূপ করতেন।'

'মাসলাকে মুতাকাচ্ছিত্ব' গ্রন্থে রয়েছে-

مِنْ اٰدَابِ الزِّيَارَةِ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ قَائِمًا طَوِيْلًا

'মিন আ-দাবিয যিয়ারতে আঁয় ইউসাল্লিমা ছুম্মা ইয়াদউ ক্বায়িমান ত্বভীলা।'

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'যিয়ারতের আদব হল কবরবাসীকে সালাম দেওয়া, অত:পর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া করা।'

(গ) হয়ত এ নিষিদ্ধতা শুধু জানাযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দাফনের পর দোয়া করার অনুমতি রয়েছে। শুরুতে বুখারী-মুসলিমের একটি হাদীস উল্লেখ করেছি। সাহাবা-ই কিরাম (রা:) আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা:)'র লাশ মোবারকের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে শহীদ আমীরুল মু'মিনীনের জন্য দোয়া করেছেন। এ সবের দিকে দৃষ্টিপাত না করলেও দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ভাল-মন্দের সংমিশ্রন থাকা স্বাভাবিক। এটি কোন দাঁড়ানো? এর বৈশিষ্ট কি? যার ফলে মৃতের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব হওয়া সত্ত্বেও তা দোষণীয় ও মাকরূহে পরিণত হয়। এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো বাদ দিলে নিশ্চয় তাতে এমন অর্থ নিহীত আছে-যার উপর নির্ভর করতঃ অবৈধতার বিধান আরোপ করা যায়। সেটা কোন অর্থ? قِيَام তথা দাঁড়ানোর অর্থের উপর সুষ্ঠুভাবে গবেষণা-অনুসন্ধান চালানো যাক।

কিয়ামের অর্থঃ

قِيَام এর অর্থ দু'টি- (ক) দাঁড়ানো- যা বসা ও দৌড়ানোর বিপরীত।

(খ) থেমে যাওয়া ও বিলম্ব করা- যা তাড়াহুড়ার বিপরীতার্থক। পরিভাষায় থেমে যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল। কবির উক্তি-

لَايَقُوْمُ عَلٰى ذُلٍّ يُرَادُبِهٖ + اِلَّا الْاَذْكَانَ غَيْرَ النَّجْدِ وَالْوَتَدِ

فَلَيْسَ الْمُرَادُ اَنَّ حِمَارَ النَّجْدِ عِنْدَ اِرَادَةِ الذُّلِّ بِهٖ يَقُوْمُ وَلَايَقْعُدُ بِخِلَافِ غَيْرِهٖ وَاَنَّهٗ يَقْعُدُ اِنَّمَا اَرَادَ اَنَّ الْحِمَارَ النَّجْدِى يَدُوْمُ وَيَصْبِرُ عَلَى الذُّلِّ اَمَّا غَيْرُهٗ فَلَايَرْضٰى بِهٖ.

এ পংক্তিতে يَقُوْمُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, নজদী গাধাকে অপদস্থ করার ইচ্ছা করা হলে তা দাঁড়িয়ে থাকে, বসে না। অন্যান্য গাধা তার বিপরীত। কেননা তা বসে যায়। মূলতঃ এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হল নজদী গাধা স্থির থাকে এবং নির্যাতিত হয়েও ধৈর্যধারণ করে। অন্যান্যগুলো এরূপ ধৈর্যশীল হয় না। এখানে يَقُوْمُ শব্দটি 'থেমে যাওয়া' ও 'স্থির থাকা' অর্থে ব্যবহৃত। ওলামা-ই কিরামের ইবারতে উল্লেখিত قِيَام দ্বারা থেমে যাওয়া এবং দেরী করা উদ্দেশ্য। এ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থে তা অধিক প্রচলিত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا অর্থাৎ مَوْضَعُ قَرَارٍ لَا مَحَلَّ اِنْتِصَابٍ اِذْ لَامَحَلَّ لَهُ তাদের অবস্থান উপযোগী হয়েছে। مَقَام এর বিশ্লেষণ হল 'অবস্থানের জায়গা।' কেননা সেখানে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ নেই।

কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- يَااَهْلَ يَثْرِبَ لَامَقَامَ لَكُمْ 'ইয়া আহলা ইয়াছরিবা লা মকামা লাকুম।' হে ইয়াছরিববাসী! তোমাদের অবস্থানের সুযোগ নেই। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা জাল্লা শানুহু বলেন- يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ 'ইউক্বীমূনাস সালাতা।' তারা নামায আদায়ে অধ্যবসায়ী। সেই قِيَام থেকে উদ্ভুত আল্লাহর গুণবাচক নাম اَلْقَيُّوْمُ ও اَلْقَيِّمُ অর্থ সৃষ্টিজগৎ পরিচালনায় স্থায়ী নিয়ন্ত্রণকারী।

যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মু'জিযা সম্পর্কে হাদীসে পাকে আছে لَوْلَمْ تَكِلْهُ لَقَامَ لَكُمْ اَىْ دَامَ وَثَبَتَ وَلَمْ يَنْفُذْ 'লাও লাম তাকিলহু লাক্বামা লাকুম আয় দামা ওয়া ছাবাতা ওয়া লাম ইয়ানফুয।' তাঁর উপর ভরসা না করলেও তিনি তোমাদের পাশে দাঁড়ান আর তিনি কেটে পড়েন না।

হাদীস سِتَّتٌ قَائِمَةٌ তথা دَائِمَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ স্থায়ীভাবে অব্যহত থাকা। আযানের মোনাজাতে وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ 'ওয়াস সালাতুল ক্বায়িমাতু' অর্থ اَلدَّائِمَةِ الَّتِىْ لَايَعْتَرِيْهَا نَسْخٌ সে স্থায়ী রহমত যা রহিত হয় না। হযরত হাকীম বিন হাযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন-

بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْ لَا اَخِرَ اِلَّاقَائِمًا اَىْ لَااَمُوْتُ اِلَّاثَابِتًا عَلَى الْاِسْلَامِ
قَالَهُ الْمَجْدُ فِى الْقَامُوْسِ وَقَالَ قَامَ الْمَاءُ جَمَدَ وَالدَّابَّةُ وَقَفَتْ وَاَقَامَ بِالْمَكَانِ
دَامَ الشَّئُ وَاَدَامَهُ وَمَالَهُ قِيَمَةٌ اِذَالَمْ يَدُمْ عَلَى شَئٍ۔

'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাতে এ মর্মে বায়আত গ্রহণ করেছি যে, আমি একমাত্র ইসলামের উপর অটল থাকব। আল্লামা মাজদ স্বীয় অভিধানে এরূপ বলেছেন। তিনি কিছু প্রচলিত পরিভাষা দেখায়ে বলেছেন قام الماء অর্থ পানি স্থির হয়েছে। اقام بالمكان অর্থ একস্থানে স্থির হয়েছে। কোন বস্তুর উপর স্থির না হলে বলা হয় ماله قيمة তার ঠাঁই নেই।

'মাজমাউ বিহারিল আনোয়ার' গ্রন্থে বলা হয়েছে قُوْمُوْا اِلَى سَيِّدِكُمْ হাদীস শরীফ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দ্বারা কারো শুভাগমনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। ঐ নিষিদ্ধ কিয়াম উদ্দেশ্য নয়-যা থেমে যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত। এখানে হাদীসে কিয়াম দ্বারা উঠে দাঁড়ানো উদ্দেশ্য।

মিশকাতের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ত্বীবি বলেছেন- لَيْسَ هُوَ الْقِيَامُ الْمَنْهِى عَنْهُ اِنَّمَا هُوَ فِيْمَنْ يَقُوْمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَمْثِلُوْنَ قِيَامًا طُوْلَ جُلُوْسِهِ۔ 'সেই নিষিদ্ধ কিয়াম উদ্দেশ্য নয়- যা উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, সে বসে থাকা পর্যন্ত তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।'

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা দীর্ঘ দোয়া করার নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায়-যা দাফন কাজে বিলম্ব করে। অন্যথায় সংক্ষিপ্ত দোয়া করা হলে বা অন্য কারণে লাশ উঠাতে দেরী হওয়াতে লম্বা দোয়া করা হলে তা কক্ষনো নিষিদ্ধ নয়। সংক্ষেপে দোয়া করা হলে বিলম্ব হয় না। দোয়া ছাড়া ভিন্ন কারণে বিলম্ব হলে সে ফাঁকে দীর্ঘ দোয়া করলে তাতে অসুবিধা নেই। তাইতো ফোকাহা-ই কিরাম 'লা ইয়াকূমু লিদ্দোয়া-ই' দোয়া করার জন্য থেমে যাবে না বলেছেন, কিন্তু 'লা ইয়াদউ ক্বায়িমান' দাঁড়িয়ে দোয়া করবেনা বা 'লা ইয়াদউ বা'দাহা আসলান' নামাযের পড়ে মোটেই দোয়া করবে না বলেন নি।

মূলতঃ এ বিষয়ে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোথাও জানাযার নামাযের পর দোয়া করা হয়-যা অধিকাংশ কিতাবে বর্ণিত। কোথাও জানাযার নামাযের পূর্বে-পরে উল্লেখ করা ছাড়া সাধারণভাবে দোয়া করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

বিরোধীদের যুক্তি ও খণ্ডনঃ

'কাশফুল গিত্বা'র রেফারেন্সে কাহাস্তানী কিতাবে বর্ণনায় পাওয়া যায় -

وپیش از نماز نیز بدعا ناپسند زیرا چه دعا میکند بدعائیکه او فرد
اکبرست بیودن دعا یعنی نماز جنازه كذا فى التجنيس۔

নামাযে জানাযার পূর্বেও দোয়া করা অপছন্দনীয়। কেননা ইহার পর রয়েছে বড় দোয়া তথা জানাযার নামায। যা 'তাজনীস' গ্রন্থে বিবৃত।

জানাযার নামাযের পর দোয়া করা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে দু'প্রকার যুক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এক: মূল জানাযার নামাযে বৃদ্ধির সম্ভাবনা। যেমন মুহীত্ব ও ক্বুনিয়া ইত্যাদিতে রয়েছে। দুই: একবার দোয়া করার পর পুনরায় কিসের দোয়া? যেমন 'ওয়াজিদুল কারদরী' গ্রন্থের বর্ণনা। অথবা উহার চেয়ে উত্তম দোয়া জানাযার নামাযে হয়েছে-যা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'তাজনীস' গ্রন্থে বিবৃত। শরীয়তের মূলনীতি ও শাখাগত মাসআলাসমূহ নিয়ে গবেষণা করার পর বলা যায় যে, একবার দোয়া হয়ে গেলে বা উত্তম দোয়া করার ইচ্ছা পোষণ করলেও পুনরায় দোয়া করতে কোন বাঁধা নেই। অন্যথা একবারের চেয়ে বেশি দোয়া করাকে নাজায়েয বা মাকরূহ বলা হতো। জানাযায় ওযু, সতর ঢাকা, কিবলা মুখী ,কাপড় ও জায়গা পাক হওয়া ইত্যাদি সালাতের রুকনসমূহ পাওয়া যায় বিধায় এক হিসেবে তা নামায। আর নামাযের পর দোয়া করা সুন্নাত। জানাযাকে দোয়া ধরা হলে তাতেও আপত্তি কিসের? অথচ মুতাওয়াতির দলীল ও ইজমা-ই উম্মত দ্বারা বেশি দোয়া করা প্রিয় আমল হওয়ার প্রমাণ মিলে। হাদীস শরীফে তার বৈধতা রয়েছে এবং রাসুলের যমানায় মুসলমানরা তার উপর আমলও করেছে। এ রকম হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর যে দোয়া করা হয় তাও নিষিদ্ধ হতো। কেননা শেষ বৈঠকে দোয়া করা হয়েছে। অর্থাৎ দোয়া-ই মাছূরা পড়া হয়। শেষ বৈঠকেও দোয়া করা সুন্নাত হতো না। কেননা ইতিপূর্বে সুরা ফাতিহায় তার চেয়ে উত্তম দোয়া পড়িত হয়েছে। বিশেষতঃ একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে অনুধাবন করা যায় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার পূর্বাপর দোয়া করা এবং দোয়া করার নির্দেশ দেওয়া স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত আছে। রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তো একথা বলেন নি যে, একবার দোয়া করা হয়েছে বা উত্তম দোয়া তথা জানাযার নামায পড়া হবে, আবার দোয়া কিসের? দোয়া করার ক্ষেত্রে বসে বা দাঁড়িয়ে দোয়া করা উভয়ই সমান। দাঁড়িয়ে দোয়া করা অবৈধ-তা একেবারে ভুল। এটা প্রমাণবিহীন গোঁড়ামী করা। মুতাওয়াতির দলীল, ইজমা-ই উম্মত, তথ্য ও তত্ত্বহ অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও قيــــام শব্দকে অপপ্রয়োগ করা ওলামাদের প্রতি চরম বেয়াদবি। আলিমদের কথাকে পাগলের প্রলাপ মনে করার নামান্তর। আল্লাহর অসীম কৃপায় মুরশিদে করীমের হাতে হাত রেখে দৃঢ় প্রত্যয়ে বলতে পারব যে, ফকীহগণের বর্ণিত قِيَــــامٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে 'থেমে যাওয়া' ও 'বিলম্ব করা'। এতটুকুতেই আলহামদু লিল্লাহ! সব আপত্তি মিঠে যায়। নাতিদীর্ঘ দোয়া করতে গিয়ে দাফন কার্য বিলম্ব করা শরীয়তে মোটেই পছন্দনীয় নয়। অধিক দোয়া করা পছন্দনীয়; তবে এমন দোয়া নয়-যা দাফন কার্যে বেঘাত সৃষ্টি করে। যেমন জানাযার জামাতে বেশি মানুষ কাম্য; তবে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তজ্জন্যে দেরী করা অপছন্দনীয়। কতেক লোকেরা জুমার দিন জানাযার নামায দেরী করে-যাতে জুমার পর মানুষ বেশি সমাগম হয়। এসম্পর্কে 'তানভীরুল আবছার' গ্রন্থে রয়েছে-

كَرِهَ تَاخِيرُ صَلاَتِهِ وَدَفْنِهِ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ جَمْعٌ عَظِيْمٌ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمْعَةِ 'কারিহা তা-খীরু সালাতিহী ওয়া দাফনিহী লিউসাল্লিয়া আলাইহি জামউন আযীমুন বা'দা সালাতিল জুমুআ।'

জুমার নামাযের পর অনেক মানুষ সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্যে জানাযার নামায ও দাফন দেরী করা মাকরূহ।

কাফন-দাফন দ্রুত করার জন্যে শরীয়তে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত এমনিতেই দেরী করা নিষেধ। নামাযের বাইরে মৃত লোকের জন্য দোয়া করা আবশ্যক নয়। যা ওয়াজিব ছিল তা জানাযার নামাযে আদায় হয়েছে বা হবে। কাজেই লম্বা দোয়া করার জন্য অপ্রয়োজনে বিলম্ব কেন করবে? আল্‌হামদু লিল্লাহ! বেশি বুঝানোর প্রয়োজন নেই, হিদায়তের মালিক আল্লাহ। এ সম্পর্কে এটাই ওলামা-ই কিরামের চূড়ান্ত ফয়সালা।

এতটুকুতে কথাকে বুঝে নেয়া উচিত। আল্লাহই হিদায়ত ও পুরষ্কারের মালিক। قيام সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দু'টি অর্থ পরিলক্ষিত হয়। এক-সাধারণভাবে (মুত্বলাক) দাঁড়ানো যা শামশু কাহস্তানী বলেছেন। দুই- জানাযার নামাযের পূর্বে ও পরে অপ্রয়োজনে বিলম্ব করা বা দীর্ঘ দোয়া করা যা ইমাম বুরহানুদ্দীন ফারগানী ফরমায়েছেন। এটা অতি উত্তম বিশ্লেষণ। সুতরাং এ অর্থে নামাযের পূর্বে বা পরে বিলম্ব করা কিছুতেই পছন্দনীয় নয়। জানাযার পর দোয়া করলে মূল নামাযে পরিবর্ধনের অবকাশ রাখে; কিন্তু নামাযের পূর্বে দীর্ঘ দোয়া করলে কোন অসুবিধা নেই। যদি নামাযের প্রস্তুতি তথা গোসল, কাফন ইত্যাদি কারণে দেরী করতে হয়। মূলতঃ তা দোয়া করতে গিয়ে বিলম্ব নয়। নামাযের পরে সংক্ষিপ্ত দোয়া করলে অধিকাংশ সময় দেখা যায় তা লাশ নিয়ে চলার পথে বাঁধা হয় না। ফকীহগণের উক্তি অধিকাংশ প্রচলনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাকী রইল, যে সব বর্ণনায় নামাযের পর দোয়া করলে মূল নামাযে পরিবর্ধন বুঝায় সে সম্পর্কে আলোচনা। এটা নিশ্চিত যে, এখানে সাধারণত: নামাযের পর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অবিচ্ছেদ্যভাবে কাতার বন্দী অবস্থায় দোয়া করা। আজ নামায পড়ে কাল দোআ করলে এ হুকুম বর্তায় না। কারণ তাতে নামাযে বর্ধিত করার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় না। নামাযের পর বলতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাতারে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে দোয়া করা-যা মাকরূহ। কাতার ভেঙ্গে যথাস্থান থেকে সরে যাওয়ার পর দোয়া করলে তা মোটেই নামাযে পরিবর্ধন সদৃশ হয় না। যেমনি আমরা শুরুতে বর্ণনা করেছি। এটাই সুস্পষ্ট ও জ্ঞানবানদের নিকট অতি উজ্জ্বল। আরো বেশি স্পষ্ট করার প্রয়োজন মনে করলে শোনেন! সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনা-সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ)'র পেছনে জুমার নামায পড়ে ইমামের সালাম ফিরানোর পরই সুন্নাত নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। আমীরে মুয়াবিয়া তাকে ডেকে বললেন-

لَاتَـعُـدْ لِـمَـا فَـعَـلْـتَ اِذَا صَـلَّيْـتَ الْـجُـمُـعَةَ فَلَا تَـصِلْهَـا الـصَّلَاةَ صَلَاةٌ حَتّٰى تَـكَـلَّـمَ اَوْ تَـخْـرُجَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا بِذَالِكَ لَا تُوْصَلُ بِـصَلَاةٍ حَتّٰى تَـكَـلَّـمَ اَوْ تَـخْـرُجَ

একই কাজ পুনরায় করো না। জুমার নামায পড়লে উহাকে অন্য নামাযের সাথে মিলায়ে পড়ো না। যতক্ষণ তুমি কথা বলবে না বা ঐ স্থান থেকে সরে যাবে না। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে না মিলাই। আমরা কথা বলা বা নামাযের স্থান হতে সরে না যাওয়া পর্যন্ত। ওলামা-ই কিরাম বলেছেন-এক নামায অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে নিষেধ করার কারণ হল- যেন এক নামায অন্য নামাযের অংশ বুঝা না যায়। জুমার নামাযে যাতে দু'রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নামায পড়ার ধারণা না হয়। ইমাম আবু যাকারিয়া নববী (রঃ) 'মিনহাজ' গ্রন্থে বলেছেন-

اَفْضَلُهُ التَّحَوُّلُ اِلٰى بَيْتِهِ وَاِلَّا فَمَوْضَعٌ اٰخَرُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَوْ غَيْرِهِ لِيَكْثُرَ مَوَاضِعُ السُّجُوْدِ لِتَفْصِلَ صُوْرَةُ النَّافِلَةِ مِنْ صُوْرَةِ الْفَرِيْضَةِ

উত্তম হল নফল নামায ঘরে গিয়ে পড়া বা মসজিদের অন্য স্থানে বা মসজিদ ছাড়া অন্যত্র পড়া। যাতে সাজদার স্থান একটা না হয়ে কয়েকটা হয়ে যায়। তদুপরি নফল ও ফরযের মধ্যে বাহ্যিকভাবে পার্থক্য সূচিত হয়। মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) 'মিরকাত শরহে মিশকাত'এ বলেছেন-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ)هى مثال اذ غيرها كذالك و يؤيد ما ياتى من حكمته ذالك ذكره ابن حجر و يحتمل ان ذكر الجمعة للتاكيد الزائد فى حقها لا سيما ويوهم انه يصلى اربعا وانه الظهر وهذا فى مجتمع العام سبب للايهام (فَلَا تُصَلِّ بِصَلَاةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ) اى احدا من النا س فان به يحصل الفضل لا بالتكلم بذكرالله تعالى (اَوْتَخْرُجَ) اى حقيقو او حكما بان تتاخر عن ذالك المكان والمقصود بهما الفصل بين الصلاتين لئلا يوهم الوصل فالامر للاستحباب والنهى للتنزيه

অর্থাৎ পৃথকভাবে পড়ার ক্ষেত্রে জুমা ও অন্যান্য নামাযের একই হুকুম। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে যে হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে তা দ্বারা সেটাই বুঝা যায়। এটা ইবনে হাজর (রঃ)'রও অভিমত। হতে পারে জুমার কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, তা বিশেষভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত। কেননা জুমার পর লাগাতার আরো দু'রাকাত নামায পড়লে জুমার ফরয চার রাকাত বুঝাবে। হয়ত তা জনসাধারণকে দ্বন্দ্বে ফেলবে। فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ এর ব্যাখ্যা- কথা বলা ব্যতীত জুমার নামাযের সাথে অন্য নামাযকে মিলায়ো না। কেননা এভাবে উভয় নামাযে পার্থক্য হয়ে যায়। আর না হয় আল্লাহর যিকির দ্বারা পার্থক্য অসম্ভব। কারণ অন্য নামাযেও তা আছে। اَوْ تَخْرُجَ এর বিশ্লেষণ-হয়ত প্রকৃতভাবে সে জায়গা থেকে বের হয়ে গেলে চলবে। বা হুকুমীভাবে, অর্থাৎ জায়গা পরিবর্তন করে নেবে। এ দু'ভাবে সরে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল যাতে উভয় নামায আলাদা বুঝা যায়। স্থান পরিবর্তন করলে জামাত চলছে বলে কারো সন্দেহ হয় না। এজন্য আজ্ঞাসূচক (امر)টা মুস্তাহাবের উপর এবং নিষেধাজ্ঞা (نهى) মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রযোজ্য।

ঐ জায়গা হতে সরে যাওয়া দ্বারা দু'টি বস্তু মিলানোর সন্দেহ দূর করা উদ্দেশ্য। তাই কাতার ভাঙ্গার পর সে সন্দেহ মোটেই থাকে না। কাজেই জানাযার নামাযের পর কাতারবন্দী অবস্থায় যথাস্থানে দাঁড়িয়ে যেন দোয়া না করে। কারণ তা মূল নামাযে পরিবর্ধন সদৃশ। এ কথাই বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ, যথাযথ ও বাড়াবাড়ির উর্ধে। বিবেকবানদের নিকট বিলম্ব ব্যতিত এই পদ্ধতিতে 'দণ্ডায়মান' স্বাভাবিকভাবে বৈধ। আর দাঁড়িয়ে না থাকার শর্তারোপ করার কারণও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাইতো কতেক আলিমের ঐ সতর্কতা অবলম্বনও বিবেচনাযোগ্য। তারা বলেন-যদি বসে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দোয়া করে তাহলে মাকরূহবিহীন জায়েয। বস্তুত: বসে যাওয়াও জানাযার নামায হতে পার্থক্যকারী হতে পারে। কেননা বসে যাওয়ার পর মূলের মধ্যে পরিবর্ধনের সংশয় আর থাকে না। কিন্তু কাতার ভঙ্গ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। ওলামা-ই কিরামের অভিমতগুলো প্রমাণ সহকারে এখানে এসে গেছে। আলহামদু লিল্লাহ! এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আলিমগণের কথায় পরস্পর দ্বন্দ্বও নেই আর শরয়ী উসূল -নীতিমালার বিপরীতও নয়। প্রত্যেকটি স্ব-স্ব স্থানে যথার্থ ও সঠিক। গোঁড়ামী করে যারা জানাযার পর মোনাজাত করাকে অস্বীকার করে তাদের অজ্ঞতা ও বোকামী ধরা পড়েছে। বিশ্লেষণ এরূপই হওয়া যথোপযুক্ত। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা।

শত শত মাসআলায় দেখা যায় যে, ওলামা ও ফোকাহা-ই কিরামের উক্তিসমুহ বাহ্যত: পরস্পর ঘোর বিরোধী। এমন কি অজ্ঞ ব্যক্তিরা মতপার্থক্যের কারণে মনমরা হয়ে যায়। অথবা অদৃশ্যের ইঙ্গিতে কোন একটি অভিমতকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করে আর বাকী উক্তিগুলোকে বর্জন করে, লিপ্ত হয়ে যায় ঘোর বিরোধিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে। সত্যকে উপলব্দি করার মন-মানসিকতা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সমালোচনার নিক্তিতে আসল রূপ তাদের কাছে ভেসে ওঠে, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কৌতুহলমনা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তারা প্রত্যেক বাক্যকে এদের যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং বিক্ষিপ্ত মুক্তা রাশিকে মালায় গ্রথিত করে। অলংকারের মুক্তা মালা শোভা পায় তাদের গলায়। ফলে ঐ বিরোধপূর্ণ উক্তিসমূহ স্বয়ং আপোষের ঢংয়ে শোভা পায়। যাবতীয় সংশয় আলোর সমাগমে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। তা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান মেহেরবাণী করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া সুপ্রশস্ত। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার নিয়ামতের ভাগীদার কর।

বিরোধীদের প্রমাণের প্রত্যুত্তরঃ

ইমাম ইবনু হামিদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম যাহেদী 'কুনিয়া' গ্রন্থে যে বর্ণনা পেশ করেছেন তা থেকে সন্দেহের অপনোদন করছি। ইমাম যাহেদী বলেছেন - إِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوْهٌ 'ইন্নাদ দোয়া বা'দা সালাতিল জানাযাতে মাকরূহুন।' যাহেদী বলেছেন-আবু বকর ইবনু হামিদ হতে বর্ণিত আছে যে, জানাযার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নামাযের পর দোয়া করা মাকরূহ। এটাতো অস্বীকারকারীদের জন্য বড় খুশির বিষয়। কারণ এতে কিয়ামের শর্ত নেই, সরাসরি মাকরূহ বলা হয়েছে।

আল্লাহর তাওফীকে বলছি-এটাতো অস্বীকারকারীদের জন্য মরার উপর খড়ার ঘা। এক্ষুণি মুখোশ খুলছে। বাহ! বাহ! এখানে কিয়ামের কোন শর্ত নেই। আমাদের উচ্চ চিন্তাধারাকে কোন পাত্তাই দেয়নি। দলীল দস্তাভীযকে আমলে নেয়নি। 'জানাযার পর দোয়া মোনাজাত মাকরূহ' কথাটি বাস্তবে মোনাজাত অস্বীকারকারীদের জন্য বড় আপদ। জানাযার নামাযের পর সাধারণত: দোয়া মোনাজাত মাকরূহ হওয়া ইজমা-ই উম্মতের ভিত্তিতে বাতিল নয় কি? নবীজির উক্তি ও কর্ম, পুর্ব ও উত্তরসূরী সমস্ত ওলামা-ই কিরাম এবং ইমামগণের উক্তিসমূহ ওটার অসারতা প্রমাণ করে। এমন লাগামহীন কথায় নিজেরা ঠেকে যাবে। সাধারণভাবে দোয়া করা মাকরূহ হলে কবর যিয়ারতে দোয়া করা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; অথচ যিয়ারতের সময় দোয়া করা সুন্নাত। তাহলে বুঝা যাবে-এ উক্তি দ্বারা সাধারণত: পরে বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং জানাযার পর উক্তির মধ্যে 'পর' বলতে বিচ্ছিন্নহীন পর বুঝাবে। এখানে কিয়াম তথা থেমে যাওয়ার কথা এমনেতেই এসে গেল। কিঞ্চিত না থামলে বা অপেক্ষা না করলে তাকে নামাযের পর বুঝায় না; তাতো সম্পৃক্ততা বুঝাবে। সুতরাং এ দলীলটাও 'নামাযে দাঁড়াওনা' দলীলের মত। মূলত: দাফন কার্যে দেরী করত: অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া-মোনাজাত করা অবশ্যই মাকরূহ। আল্লাহর ফযলে এখানে তো অনেক দলীল দেয়া হয়েছে। তারপরও বিরুদ্ধবাদীরা আল্লামা যাহেদী'র চমকপ্রদ উক্তি অবলোকন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারা জানাযার নামাযের পর মোনাজাত মাকরূহ বলতে চায়। মুনাযারার পদ্ধতিতে তাদের এ উক্তির স্বপ্রমাণ জবাব শোনেন।

প্রথমতঃ সে উক্তিতে বা'দিয়াত (পর) বলতে সম্পৃক্ত পর, না সাধারণ পর, না অন্তর্বর্তী-কোনটি বুঝায়েছে? প্রথমটা বিরূদ্ধবাদীদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ এউক্তি দ্বারা বুঝাবে জানাযার পর পর সম্পৃক্ততার সাথে দোয়া মোনাজাত করা মাকরূহ। এটা অস্বীকারকারীদের কোমর ভেঙ্গে দেয়। কারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জানাযার নামাযের পর পর সম্পৃক্ততার সাথে দোয়া মোনাজাত করে না; কাতার ভেঙ্গে দোয়া-মোনাজাত করে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

থাকে। জানাযার পর দোয়ার জন্য অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে কাতার বন্দী অবস্থায় দোয়া করা আমাদের মতেও মাকরূহ্।
দ্বিতীয়তটা তথা 'সাধারণ পর' উদ্দেশ্য নিলে তা হবে ইজমা ও অকাট্য দলীলের খেলাপ। তখন আল্লামা যাহেদী'র উক্তির অর্থ দাঁড়ায়-জানাযার পর কোন সময়েই দোয়া-মোনাজাত করা জায়েয নেই। তাতো সে সব অকাট্য দলীলের বিপরীত যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাতো বোকামী! বিরূদ্ধবাদীরাও জানাযার পর কবর যিয়ারতের সময় মৃতদের জন্য দোয়া করা বৈধ মেনে নিয়েছে। আর তৃতীয়টা তথা 'অন্তর্বর্তী বা মধ্যবর্তী' অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হলে তা হবে অস্পষ্ট। এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কে করবে? তাই তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করা অসামান্জস্যপূর্ণ। সারকথা-যাহেদী'র উক্তি দিয়ে নাজায়েযের ফতোয়া দেয়ার কোন সুযোগ নেই।
দ্বিতীয়তঃ যাহেদী'র উক্তি সন্দেহমূলক। সূত্রমতে اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ 'সংশয় হলে দলীল গ্রহণ বাতিল হয়ে যায়।'
তৃতীয়তঃ 'জানাযার পর দোয়া করা মাকরূহ' উক্তিটি কতেক আলিমের; অধিকাংশের অভিমত নয়। যেটা অধিকাংশ ওলামা-ই কিরামের মতের বিপরীত তা অগ্রাহ্য। অধিকাংশ ওলামার উক্তি গ্রহণযোগ্য; আর কতেকের উক্তি বর্জনীয় হওয়ার স্বপক্ষে কিতাবাদিতে ভুরিভুরি প্রমাণ মিলে।
(ক) আল্লামা শামী 'তায়াম্মুম' অধ্যায়ে বলেছেন- قَدْ صَرَّحُوْا بِاَنَّ الْعَمَلَ بِمَا عَلَيْهِ الْاَكْثَرُ বিজ্ঞগণ স্পষ্ট বলেছেন- অধিকাংশের অভিমত অনুযায়ী আমল করা হয়।
(খ)আল্লামা শারানবুলালী 'সালাতুল মরীয' অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন- اَلْقَاعِدَةُ اَلْعَمَلُ بِمَا عَلَيْهِ الْاَكْثَرُ সূত্র-অধিকাংশের কথাই আমলযোগ্য।
(গ)'সালাতুল খাওফ' অধ্যায়ে আছে- لَايُعْمَلُ بِهٖ لِاَنَّهٗ قَوْلُ الْبَعْضِ 'কতেকের উক্তি আমলযোগ্য নয়।'
(ঘ) আশবাহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে আল্লামা বায়রী বলেছেন- اَلْعِبْرَةُ بِمَا قَالَهُ الْاَكْثَرُ 'অধিকাংশের মতামতই গ্রহণযোগ্য।'
চতুর্থতঃ যাহেদী'র লিখিত কুনিয়া গ্রন্থখানা নির্ভরযোগ্য নয়। সে গ্রন্থের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শরয়ী নীতি বিরোধী, স্বজনপ্রীতিমূলক বক্তব্য অগ্রাহ্য। যেমন রাদ্দুল মুহতারে 'কিতাবুত্ ত্বাহারাত'র শুরুতে আছে-কুনিয়া এমন কিতাব যা দূর্বল বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। 'আল্ উদ্দুদুদ্দুরিয়্যা'র প্রথমে রয়েছে যে, ইবনু ওয়াহবান বলেছেন, কুনিয়া গ্রন্থকার যাহেদী'র বর্ণনা শরীয়ত বিরোধী। এর বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না যতক্ষণ তা অন্য কোন রেওয়ায়াত দ্বারা সমর্থিত না হয়। নাহর ও দুরার'র অভিমত অনুসারেও কুনিয়া'র বর্ণনাগুলো দূর্বল। আল্লামা তাহত্বাবী কিতাবুস্ সাওম-এ বলেছেন, কুনিয়া মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।
পঞ্চমতঃ যাহেদী এ মাসআলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অভিযুক্ত। কেননা সে মু'তাযিলা মতবাদী। মু'তাযিলাদের মতে-মৃত মুসলমানদের জন্য দোয়া করা নিষ্ফল। শরহে আকায়িদ, শরহে ফিকহে আকবর ও অন্যান্য কিতাবে এ প্রসংগে বর্ণনা বিদ্যমান। মু'তাযিলাদের অভ্যাস, নিজেদের নষ্ট আকীদাকে তাদের কিতাবে ঢুকিয়ে দেয়া। যেরূপ তারা করেছে হজ্ব, যবেহ, খল্‌কে কুরআন ও অন্যান্য মাসআলায়। তাদের বিভিন্ন কিতাবে যথাস্থানে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। মু'তাযিলা গুরু আল্লামা যামাখশরীও ছিলেন স্বীয় গ্রন্থাদিতে মু'তাযিলা মতবাদ অনুপ্রবেশে অভ্যস্ত। পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি নিজের লেখালেখিতে সুকৌশলে মু'তাযিলা মতবাদ ঢুকালেও তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণনায় ছিলেন নির্ভরযোগ্য। আর যাহেদী কিন্তু অন্য রকম। কেননা তার বর্ণনার উপর আস্থা রাখা যায় না। এসব নির্বোধ অজ্ঞরা হানাফী মাযহাবের নামে কুৎসা রটিয়ে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির কথা গোপনে বিভিন্ন মাসআলায় চালিয়ে দিয়েছে। ফলে কতেক গ্রন্থকার হয়েছে সে সব প্রবঞ্চনার শিকার। পর্যায়ক্রমে এ বর্ণনা বিস্তার লাভ করেছে বিভিন্ন বই-পুস্তকে। সে সব দূর্ভিসন্দিমূলক বর্ণনাগুলো ইদানিং নজদী-ওহাবী ও তাদের মতাবলম্বীদের নিকট অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অধম স্বীয় 'হায়াতুল মাওয়াত ফী বয়ানে সেমায়িল আমওয়াত' কিতাবে উপস্থাপন করেছি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ষষ্টতঃ সে বেচারা যাহেদী ঐ বর্ণনাকে عَنْ শব্দ যোগে বর্ণনা করেছে-যা অস্পষ্টতা ও দূর্বলতার ইঙ্গিতবহ। সর্বশেষে তার সে একপেশী মতবাদকে অধিকাংশের মতবাদ বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা আরো ন্যাক্কারজনক। বর্ণচোরাদের যাঁতাকলে পড়ে এরূপ বলতে না বলতেই তার মুখ দিয়ে সত্যটা বেরিয়ে এসেছে। তাইতো বলেছে-

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَابَاسَ وَ لَا يَقُوْمُ الرَّجُلُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ قَالَ لِاَنَّهٗ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِىْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ الخ

মুহাম্মদ ইবনু ফযল বলেছেন- জানাযা নামাযের পর দোয়া করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মানুষ জানাযার পর দাঁড়িয়ে দোয়া-প্রার্থনা করে না। মুসান্নিফ বলেছেন-কেননা তা জানাযার নামাযের মধ্যে পরিবর্ধনের অবকাশ রাখে।

সপ্তমতঃ ফিকহের কিতাবসমূহে জানাযার পর দোয়া প্রার্থনা করাকে বৈধ বলা হয়েছে। তাই অধিকাংশের মতের মোকাবিলায় কতেকের এ নাজায়েযের উক্তি ভুল প্রমাণিত হল। 'কাশফুল গিত্বা' গ্রন্থে কুনিয়া ও অন্যান্য কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে- فاتحه و دعا برائے میت پیش از دفن درست است وهمین است روایه معموله كذا فى خلاصة الفقه

দাফনের পূর্বে মৈয়তের জন্য ফাতিহা ও দোয়া করা বৈধ। এটাই আমলযোগ্য বর্ণনা। এরূপ 'খোলাসাতুল ফিকহ'র মধ্যে রয়েছে। আল্লামা শামী এটার পর্যালোচনা করতঃ বলেছেন-এ ফতোয়ার শব্দাবলী বড় শক্তিশালী ও মজবুত। তাই এটা আমলযোগ্য ও এরই উপর ফতোয়া। আল্লামা শামী'র ভাষ্যে وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى কথাটি বিদ্যমান। দুর্‌রে মুখতারে বিবৃত عَلَيْهِ الْفَتْوٰى কথাটি اَشْبَهُ . اَصَحُّ . صَحِيْحٌ ও অন্যান্য শব্দাবলী থেকে অধিক শক্তিশালী। আর وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ও عَلَيْهِ الْفَتْوٰى সমপর্যায়ের শব্দ। আলহামদু লিল্লাহ! সত্যাসত্য উভয় দিক পাঠকের সমীপে তুলে ধরা হল। এ আলোচনার পর লেশমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। আশা করছি-এ ফতোয়া আদ্যোপান্ত গবেষকদের জন্য চমকিত মুক্তারাশি এবং চাক্ষুস্মানদের জন্য উপহার স্বরূপ। অধমের এ লিখনী দিকভ্রান্তদের জন্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলোর মশাল ও বুদ্ধিমানদের জন্য দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। জানাযার পর দোয়া করার বিধি-নিষেধ সম্বলিত বর্ণনা কেবল দু'পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত। এক-জানাযার নামাযের পর কাতার বন্ধী অবস্থায় ওখানেই দাঁড়িয়ে দোয়া করা। দুই-নামাযের পূর্বাপর দোয়া করা। দাফন কার্যে বিলম্ব হয়ে যায় এমন দীর্ঘ দোয়া করা জানাযার নামাযের পর হোক বা পূর্বে হোক-তা মাকরূহে তাহরীমী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে দেরী না করতঃ কাতার ভেঙ্গে সংক্ষিপ্ত দোয়া করলে কোন অসুবিধা নেই। নামাযের পর কাতার বন্ধী অবস্থায় স্বস্থানে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে তা হবে শুধু মাকরূহে তানযীহী। ইতিপূর্বে 'মিরকাত শরহে মিশকাত'র উদ্ধৃতি অতিবাহিত হয়েছে যে, নামাযে বৃদ্ধির আশংকাই মাকরূহ তানযীহীর মূল কারণ। যার ফলে নামায খেল্যাপে আউলা বা উত্তমতার বিপরীত হবে। তবে তা নিষিদ্ধ বা নাজায়েয কিছু নয়। কতেক ওলামা-ই লক্ষ্ণৌভী তথা আব্দুল হাই প্রমুখরা তাদের কিছু পুস্তিকায় মাকরূহে তানযীহীকে সগীরা গুনাহ লিখে দিয়েছে-যা মারাত্মক ভুল। ইমামগণের অভিমত ও শত শত দলীল-আদিল্লা তার অসারতা প্রমাণ করে। অধম (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক)এ উক্তির রদ্দ করণার্থে সংক্ষেপে একটি পুস্তিকা রচনা করেছি যার নাম 'জুমালুন মুজাল্লিয়াতুন আন্নাল মাকরূহা তানযীহান লায়সা বিমা'সিয়াতিন'। এ পুস্তিকায় প্রমাণ করা হয়েছে যে, মাকরূহে তানযীহী গুনাহ নয়। শেষকথা-দোয়া করার দু'টো অবস্থা যে সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমতসমূহ স্ববিস্তারে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এগুলো ব্যতিত দোয়ার অন্য সব পদ্ধতি-যা দাফন কার্যে বিলম্ব ঘটায় না এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হয় তা বৈধ। উদাহরণ স্বরূপ-কাতার ভেঙ্গে সংক্ষিপ্ত দোয়া করা অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে দাফনে বিলম্ব হওয়া অবস্থায় দীর্ঘ দোয়া করাতে কোন অসুবিধা নেই। আলিমগণ এ ধরনের দোয়াকে অস্বীকার করেন না। বরং তা শরীয়তের দৃষ্টিতে আদিষ্ট ও মুস্তাহাব বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আলহামদু লিল্লাহ! সকল সন্দেহের অপনোদনকারী এ বরকতময় পুস্তিকাখানা তের শত এগার হিজরীর চৌদ্দ রজব সোমবার সকাল বেলা লেখা আরম্ভ করে এশার সময় শেষ করি। সে তারিখ অনুপাতে এটার নামকরণ করেছি 'বাযলুল জাওয়ায়িয আলাদ্ দোয়া-ই বা'দা সালাতিল জানায়িয' (জানাযার নামাযের পর দোয়া -প্রার্থনার উপর অনুগ্রহের বৃষ্টি)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কবর তালকীনের পদ্ধতি ঃ

ইমাম ত্বরানী 'মু'যামুল কবীর', যিয়া 'আল্-আহকাম' এবং ইবনে শাহীন 'যিকরে মাওত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন-যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ইন্তিকালের পর দাফনের সময় তার কবরের উপর মাটি সমান হয়ে যায় তখন তার কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে বলবে-ইয়া ফুলান বিন ফুলানা। সে তা শুনতে পাবে কিন্তু জবাব দিতে পারবে না। অত:পর ফুলান বিন ফুলানা বললে সে সোজা হয়ে বসবে। আবার ইয়া ফুলান বিন ফুলানা বললে তদুত্তরে বলবে- বলুন! (আল্লাহ আপনাকে রহম করুক) কিন্তু মৈয়তের কোন কথা তোমাদের বোধগম্য হবে না। মুর্দাকে সম্বোধন করে বলবে- اُذْكُـرْمَا
خَـرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ
وَ اَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَبِالْقُرْاٰنِ
اِمَامًا এতটুকু বললে মুনকার নকীর একে অপরের হাত ধরে বলবে-চল, আমরা এমন লোকের নিকট কেন বসব যাকে দলীল শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ সময় এক ব্যক্তি আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি তার আম্মার নাম জানা না থাকে? উত্তরে নবীজি বললেন-তাহলে হযরত হাওয়া (আঃ) এর প্রতি সম্বন্ধ করবে। হযরত রাশিদ বিন সা'দ, দ্বামরা বিন হাবীব ও হাকীম বিন ওমাইর এ তিনজন তাবেয়ী যুক্তভাবে বলেছেন-কবরের মাটি সমান হয়ে যাওয়ার পর মানুষেরা ফিরে গেলে মৈয়তের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এভাবে তালকীন করা তৎকালে মুস্তাহাব মনে করা হতো।

وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَيْنِ الَّذَيْنِ اَتَايَاكَ اَوْ يَاتِيَانِكَ اِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لِلّٰهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا
يَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَاشْهَدْ اَنَّ رَبَّكَ اللّٰهُ وَدِيْنَكَ
الْاِسْلَامُ وَنَبِيَّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكَ
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ

অত:পর তিনবার বলবে- يَا فُلَانُ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এরপর বলবে- قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَنَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ ﷺ ফুলান-এর স্থলে মুর্দারের নাম উল্লেখ করা হবে। তালকীনের সময় মৈয়ত-পুরুষ হলে এরূপ বলবে। আর মহিলা হলে পুংলিঙ্গ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শব্দের স্থলে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ قُلْ এর স্থলে قُـوْلِـىْ
-لَاتَخَفْ এর স্থলে لَاتَخَافِىْ-لَاتَحْزَنْ এর স্থলে لَاتَحْزَنِىْ-اَشْهَدْ এর স্থলে
اِشْهَدِىْ এবং كَ এর স্থলে كِ বলতে হবে।

জানাযার পর সুরা ফাতিহা ইত্যাদি পড়ে মোনাজাতে নিম্নলিখিত দোয়া-আদ ইয়া পড়া যায়।

(১) اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ
(২) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَ عَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ
وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَ الْبَرْدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ
مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ
زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ
(৩) اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ اَمَتِكَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ
وَيَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَصْبَحَ فَقِيْرًا اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَصْبَحْتَ غَنِيًّا
عَنْ عَذَابِهٖ تَخَلّٰى مِنَ الدُّنْيَا وَ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهٖ وَاِنْ كَانَ مُخْطِيًا
فَاغْفِرْ لَهٗ
(8) اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ مَاضٍ فِيْهِ حُكْمُكَ خَلَقْتَهٗ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا مَذْكُوْرًا نَزَلَ بِكَ
وَ اَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهٖ اَللّٰهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهٗ وَاَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ وَثَبِّتْهُ
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فَاِنَّهُ افْتَقَرَ اِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
فَاغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ
(৫) اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ اِحْتَاجَ اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِىٌّ عَنْ عَذَابِهٖ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا
فَزِدْ فِىْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ
(৬) اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ
(৯) اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا
(১০) اَللّٰهُمَّ شَفِّعْنَا فِيْهِ وَارْحَمْهُ فِىْ وَحْدَتِهٖ وَوَحْشَتِهٖ وَغُرْبَتِهٖ وَكُرْبَتِهٖ وَاَعْظِمْ
لَهٗ اَجْرَهٗ وَنَوِّرْ لَهٗ قَبْرَهٗ وَ بَيِّضْ لَهٗ وَجْهَهٗ وَبَرِّدْ لَهٗ مَضْجَعَهٗ وَعَطِّرْ لَهٗ مَنْزِلَهٗ
وَاَكْرِمْ لَهٗ نُزُلَهٗ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اٰمِيْنَ.

সমাপ্ত

www.YaNabi.in